কেহ হরি বলে কেহ করে সেবাকার্য্য।
পুলকিত অঙ্গ সব জ্ঞান নাহি বাহ্য।।
দক্ষিণের ঘরে গুরু একা মাত্র রয়।
যেই আসে সেই বলে 'ঠাকুর কোথায়?'
কেহ গিয়া উঁকি মারে দক্ষিণের ঘরে।
ঠাকুরে না দেখে দুঃখে সবে আসে ফিরে।।
বুদ্ধিমন্ত গুরুদেবে ভক্তি আদি করে।
পাক করিবারে দিল দক্ষিণের ঘরে।।
পাক জন্য যত কিছু দ্রব্য এনে দিল।
জল ছিটাইয়া সব দ্রব্য ঘরে নিল।।
পুনঃ পুনঃ ধৌত করি পাক পাত্র আদি।
শুষ্ক কাষ্ঠে দিলজল ছিটাঁইতে বিধি।।
এক মেয়ে সেই কাষ্ঠে জল ছিটাইল।
পরে গুরু শুষ্ক কাষ্ঠ পরশ করিল।।
পুনর্ব্বার জল দিল গুরুদেব তায়।
পাক আরম্ভিল কাষ্ঠে অগ্নি না জ্বলয়।।
গুরু বলে 'নিত্য নিত্য আমি পাক করি।
শুষ্ক কাষ্ঠ উপরে সিঞ্চন করি বারি।।
এমত কাষ্ঠ তো আমি পাই নাই কভু।
ঘৃতাদি ঢেলেছি কাষ্ঠ নাহি জ্বলে তবু।।
ধুমেতে লোহিত চক্ষু পাক করিবারে।
এত কষ্ট পাই তোরা দেখিলি না মোরে।।'
চূড়ামণি রাগ করে মেয়েদের প্রতি।
'গুরুদেবে তোরা কেন না করিস্ ভক্তি?'
মেয়েরা বলেছে 'কাষ্ঠ শুক্‌না আছিল।
নিজে গুরু জল দিয়া কাষ্ঠ ভিজাইল।।
বুদ্ধিমন্ত চূড়ামণি প্রভুকে জানালে।
পাক করে গুরুদেব অগ্নি নাহি জ্বলে।।
প্রভু বলে ''তোর গুরু কায়স্থের ছেলে।
নমঃশূদ্র ভেবে মো'কে অবজ্ঞা করিলে।।
ঘৃণা মহাপাপ স্পর্শে পালের হৃদয়।
সেই পাপে অগ্নি তাপ হীন তেজ হয়।।
ব্রহ্ম তেজ বিষ্ণু তেজ অগ্নি তেজে জ্বলে।
সব তেজ নষ্ট হয় আমাকে নিন্দিলে।।
গুরুকে না চিনে বেটা করে গুরুগিরি।
অহঙ্কারী গুরু কার্য্যে নহে অধিকারী।।
হেন অহঙ্কারী লোক যথা আসে যায়।
অগ্নিদগ্ধ নৈলে সেই স্থান শুদ্ধ নয়।।
পাকান্তে করুক সেবা তা'তে ক্ষতি নাই।
অর্থ লোভে গুরুগিরি এমন গোঁসাই।।"
এই বাক্য মহাপ্রভু যখন বলিল।
অবিলম্বে পাক-কার্য্য সমাধা হইল।।
সেবায় বসিল বহু কষ্টে পাক ক'রে।
দ্বার রুদ্ধ করি সেবা করিলেন পরে।।
সবে বলে 'দ্বার রুদ্ধ কর কি কারণ।
গুরু বলে না করিও ভোগ দরশন।।
দৈব যদি কুক্কুরে আসিয়া সেবা দেখে।
কুক্কুর উচ্ছিষ্ট তাহা সেবা করিবে কে?'
বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ নৈবেদ্য তাহা নয়।
প্রসাদ না হ'লে অন্ন বৈষ্ণবে কি খায়?
সেবা করি গুরু বৈসে আসনের পর।
হেথা প্রভু-সেবা-কার্য্যে মেয়েরা তৎপর।।
অন্ন লয়ে মেয়ে সব দিলেন প্রভুরে।
ভোজন করেন প্রভু উত্তরের ঘরে।।
একটি কুক্কুর দৈবে আসিল তথায়।
প্রভুর ভোজন পানে এক দৃষ্টে চায়।।
জিহ্বা লক্ লক্ করি কাঁপিতে লাগিল।
গৃহ হ'তে প্রভু সেই কুক্কুরে দেখিল।।
পাত্র ল'য়ে প্রভু তবে আসিল বাহিরে।
কুক্কুরকে অন্ন দিয়া নিজে সেবা করে।।
পাল গুরু তাহা দেখি করে 'হায় হায়।
কিসের ঠাকুর এই কুক্কুরে খাওয়ায়!
হারে চূড়, হারে বুধ, কাণ্ডজ্ঞান নাই।
এই ঠাকুরকে ল'য়ে তোদের বড়াই।।